ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি গণগ্রন্থাগার:
সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

কুমার বিশ্বজিত দাশ

৬ মে ২০২১

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- গণগ্রন্থাগার একটি অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান যা সকল স্তরের জনগণের পাঠসামগ্রী ও তথ্য সেবা প্রদান করে মানুষকে আলোকিত করে তুলতে এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- ১৮৫৪ সালে ৪টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় গণগ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু; ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়
- পরবর্তীতে চট্টগ্রামে (১৯৬৩) ও খুলনায় (১৯৬৪) বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপন; স্বাধীনতা পরবর্তীতে রাজশাহী (১৯৮৩) এবং পরে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন
- বাংলাদেশ পরিষদের অধীন পরিচালিত গণগ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা যা বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১টি সরকারি এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে ১,৩৮৯টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত
- ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে মোট সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ ২০ হাজার ২৯৫ এবং নিবন্ধিত সদস্য পাঠকের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার; ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৮০৩ জন পাঠকের বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- শিক্ষা সংস্কার কমিশনসহ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের স্বীকৃতি প্রদান
  - উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অবকাঠামো ও পরিষেবাসহ আধুনিক গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ
  - কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তর
  - সাশ্রয়ী, উন্নত এবং সুরক্ষিত ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল গণগ্রন্থাগারকে সংযুক্তকরণ
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষামূলক জ্ঞান সম্পদ সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে (অভীষ্ট ৪)
- বিভিন্ন গবেষণা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গণগ্রন্থাগারসমূহের সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার উল্লেখ
  - পাঠসামগ্রী ও তথ্য চাহিদার বিপরীতে গণগ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতার ঘাটতি
  - সেবা প্রদান ও আইসিটি সেবার দুর্বল অবস্থা
  - গণগ্রন্থাগারের স্বল্পতা, আধুনিকায়নে সমস্যা, জনবল ঘাটতি, প্রয়োজনীয় পাঠসামগ্রীর যোগানে সীমাবদ্ধতা
- গণগ্রন্থাগারসমূহের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শিক্ষাখাতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে; শিক্ষাক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান গবেষণা পরিচালিত

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

প্রধান উদ্দেশ্য

সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- গণগ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা
- সেবা ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা
- সেবা ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র ও মাত্রা চিহ্নিত করা
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা

গবেষণার পরিধি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মধ্যে থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০টি গণগ্রন্থাগার নির্বাচন; জাতীয় পর্যায়ের ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ের ৭টি, জেলা পর্যায়ের ১০টি, উপজেলা পর্যায়ের ১টি এবং শাখা পর্যায় হতে ১টি
- এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরন/তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট ১৯২ জন)	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), শিক্ষাবিদ, গবেষক, পেশাজীবী, সাংবাদিক ও পাঠক
	পর্যবেক্ষণ (২০টি)	কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও শাখা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগার
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	গণগ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীতি ও বিধিমালা, বাজেট, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন

গবেষণার সময়: জুলাই ২০১৯ হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	উপ-নির্দেশক
সক্ষমতা	বিদ্যমান আইনি কাঠামো; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, বাজেট, ডিজিটাইজেশন)
স্বচ্ছতা	স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ ব্যবস্থা; ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা; নাগরিক সনদ; নতুন বই সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ; ক্রয়-বিক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়ার তথ্য প্রকাশ ইত্যাদি
জবাবদিহিতা	তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা; পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা; প্রণোদনা ব্যবস্থা
কার্যকরতা	পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের যোগান ও ব্যবস্থাপনা; গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার
অনিয়ম-দুর্নীতি	দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন, মাত্রা ও সংঘটক (**Actor**)

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যাবলী

- পাঠক সেবা ও পুস্তক লেনদেন সেবা
- রেফারেন্স পুস্তকের সমন্বয়ে রেফারেন্স সেবা
- সাম্প্রতিক তথ্য জ্ঞাপন ও তথ্য অনুসন্ধান সেবা
- পরামর্শ ও নির্বাচিত তথ্য বিতরণ সেবা
- ফটোকপি ও পুরাতন পত্রিকা প্রদর্শন সেবা
- বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা
- শিক্ষামূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে রচনা, সুন্দর হাতের লেখা, পাঠ, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

সেবার কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ (২০১৫-২০২০)

- খসড়া জাতীয় গণগ্রন্থাগার নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন
- পাঠকসেবা বৃদ্ধিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ (তিনটি)
- সরকারি গণগ্রন্থাগারের ওয়েবপোর্টালসমূহ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ
- অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণ
- ক্রয়ের জন্য পুস্তকের তালিকা অনলাইনে গ্রহণে সফটওয়্যার তৈরি
- সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে অনলাইনভিত্তিক গ্রন্থাগারসেবা পরীক্ষামূলক চালু
- বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ (ব্রিটিশ কাউন্সিল)
- 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি' প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গাড়ির মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৩১৮০টি এলাকায় বইপড়া কার্যক্রম পরিচালনা
- দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিদপ্তর ও গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান
- গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩৬৬টি নতুন পদ সৃষ্টি

নীতিমালা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

- সরকারি গণগ্রন্থাগারের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনায় পৃথক আইন নেই; মূলত বিভিন্ন নীতিমালা এবং নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত

নীতিমালা ও বিধিমালা	সীমাবদ্ধতা/ ঘাটতি	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ২০০১	উন্নতমানের গ্রন্থ ক্রয়ে প্রচলিত দরপত্র পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা শিথিল করে বিশেষ পণ্য হিসেবে দেশি বই সরাসরি কেনা	• ক্রয় কমিটি কর্তৃক সরাসরি পুস্তক ক্রয়ের ফলে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ ক্রয় না হওয়া • সরাসরি পুস্তক ক্রয়ের সুযোগ থাকায় দুর্নীতির ঝুঁকি
বই ধার নীতিমালা ২০১২	একজন সদস্যের শুধু তার নিজ এলাকার গণগ্রন্থাগার হতে বই ধারে বাধ্যবাধকতা	পাঠকের অবস্থানগত পরিবর্তনে একই পাঠককে একাধিক গণগ্রন্থাগারের সদস্য হতে এবং সদস্য চাঁদা/ জামানত দিতে বাধ্য হওয়া
	সময়ের প্রেক্ষাপটে অপর্যাপ্ত জামানত (সাধারণ সদস্যদের জন্য ৫০০ টাকা ও শিশু সদস্যদের জন্য ২০০ টাকা)	সদস্যদের নামে জামানতের অর্থের অধিক মূল্যের বই ইস্যু না করা, প্রয়োজনীয় বই থেকে পাঠকের বঞ্চিত হওয়া

নীতিমালা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ...

নীতিমালা ও বিধিমালা	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ইন্টারনেট সেবা প্রদানের নীতিমালা ২০১৭	গণগ্রন্থাগারে ইন্টারনেট ব্যবহারে স্থায়ী সদস্য হওয়া এবং জামানতের বাধ্যবাধকতা	ইন্টারনেট ব্যবহারে আগ্রহী বা উৎসাহিত না হওয়া
	সর্বোচ্চ ২০ মিনিট পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করতে না পারায় ইন্টারনেট ব্যবহারে অনাগ্রহ
	অনুমোদনহীন, অশালীন ও আপত্তিকর ওয়েবসাইট ব্যবহারে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা	ইন্টানেটের অপব্যবহারের ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮	মহাপরিচালক ও পরিচালক নিয়োগের শর্তাবলী উল্লেখ না থাকা	নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বেচ্ছাচারিতার ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি
	পরিচালক (চিফ লাইব্রেরিয়ান) পদে প্রেষণে পদায়নে সুনির্দিষ্টভাবে চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ পদমর্যাদা উল্লেখ না থাকা	নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং অপেশাদার প্রার্থী নিয়োগের ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: মানবসম্পদ

জনবল

- **গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ গণগ্রন্থাগার কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে জনবল ঘাটতি**
  - সার্বিকভাবে অনুমোদিত পদের (৮২২টি) প্রায় ৫৩ শতাংশ পদ শূন্য

গবেষণাভুক্ত গণগ্রন্থাগারসমূহের জনবলের বিবরণ				
পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বিদ্যমান জনবল	শূন্য পদ	শূন্য পদের হার (%)
চিফ লাইব্রেরিয়ান/ পরিচালক	৪	০	৪	১০০.০০
প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান/ উপ-পরিচালক	৮	৫	৩	৩৭.৫০
সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান	১২	০	১২	১০০.০
লাইব্রেরিয়ান/সহকারী পরিচালক	১৭	১১	৬	৩৫.৩০
সহকারী প্রগ্রামার	৪	০	৪	১০০.০০
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	৩০	১৭	১৩	৪৩.৩৩
ক্যাটালগার	২৭	১২	১৫	৫৫.৫০
গ্রেড ১২-১৬	১৪৩	৬৫	৭৮	৫৪.৫০
গ্রেড ১৭-২০	১৫২	৬৯	৮৩	৫৪.৬০

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: মানবসম্পদ...

নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

- ➢ জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা
  - জনবল নিয়োগে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি; ২০১৮ সালে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলেও অদ্যাবধি কর্মী নিয়োগ না হওয়া
  - সিনিয়র গ্রন্থাগারিক পদে পদোন্নতি না হওয়া (২০১০-২০২০ সাল পর্যন্ত)
  - টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট বা ক্যাটালগার হতে জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান এবং জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান হতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে দীর্ঘ সময় পদোন্নতি না হওয়া (২০১২-২০১৮ পর্যন্ত)
  - গণগ্রন্থাগার কর্মীদের (১২ গ্রেড-২০ গ্রেড পর্যন্ত) পদোন্নতি ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ৬-৮ বছর পর্যন্ত বিলম্ব
- ➢ প্রশিক্ষণের জন্য চাহিদা-যাচাইসহ প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট ঘাটতি
  - অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা
  - অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ই-নথি, অনলাইনে পুস্তকের তালিকা প্রেরণ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণে সফটওয়্যারের প্রচলন থাকলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে এগুলোর কার্যকর ব্যবহার না হওয়া
  - গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও বাজেট ঘাটতিতে তা করতে না পারা; ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে মোট বরাদ্দ মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অবকাঠামো

- **পাঠকক্ষে জায়গা** - গবেষণাভুক্ত ১২টি গণগ্রন্থাগারে পাঠকক্ষে জায়গার অপ্রতুলতায় হলরুম ও সভাকক্ষকে পাঠকক্ষ হিসেবে ব্যবহার
- **শিশুদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষ** - গবেষণাভুক্ত ১৫টি গণগ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষ নেই, বড়দের সাথে একই পাঠকক্ষে বসায় শিশুদের স্বাভাবিক কথা-বার্তায় পাঠকক্ষের নিরবতা ভঙ্গ হয়
- **জেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ** - গবেষণাভুক্ত ১০টি জেলা গণগ্রন্থাগারে সহকারী পরিচালক/লাইব্রেরিয়ান ব্যতীত অন্য কর্মচারীদের বসার পৃথক ব্যবস্থা নেই, সবাইকে পাঠকক্ষের মধ্যে বসে দাপ্তরিক কাজ করতে হয়
- **স্টোর** - গবেষণাভুক্ত ১৫টি গণগ্রন্থাগারে পৃথক স্টোর না থাকায় নতুন আসা বই বস্তাবন্দি করে সিঁড়িতে বা অন্য কোন স্থানে স্তুপ করে রাখায় নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি
- **বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার কার্যালয়সমূহ** - ভবনগুলোর নিয়মিত সংস্কারের অভাবে ৭টির মধ্যে ৩টি গণগ্রন্থাগার ভবন প্রায় ব্যবহার অনুপযোগী ও বিপদজনক

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অবকাঠামো...

- **শৌচাগার** - গবেষণাভুক্ত ১২টিতে প্রয়োজনের তুলনায় শৌচাগারের সংখ্যা কম ও ব্যবহার অনুপযোগী
- **অগ্নিনির্বাপণের নিজস্ব ব্যবস্থা** - গবেষণাভুক্ত ১৪টিতে অগ্নিনির্বাপণের নিজস্ব কার্যকর ব্যবস্থা নেই, বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও ক্ষতির আশঙ্কা
- **প্রতিবন্ধী পাঠকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা** - সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার ব্যতীত গবেষণাভুক্ত অন্যান্য গণগ্রন্থাগারে প্রতিবন্ধী পাঠকদের সেবা প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা নেই (অবকাঠামো, বিশেষ কর্ণার, ব্রেইল বই, বিশেষ রিডিং সফটওয়্যার, অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ)

লজিস্টিকস

- **প্রায় সকল গণগ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে**
  - **কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিন, ক্যাটালগ বক্স ও ক্যাটালগ কার্ড প্রিন্টার, পাঠকের বসার জন্য চেয়ার-টেবিল ইত্যাদির ঘাটতি** - দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক ও পাঠক সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়
  - **গবেষণাভুক্ত ১১টি গণগ্রন্থাগারে পাঠকদের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত কম্পিউটার নষ্ট**
  - **বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলো পরিদর্শনে নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা নেই** - নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: আর্থিক বরাদ্দ

- গণগন্থাগারসমূহের আর্থিক বরাদ্দ
  - গণগ্রন্থাগারসমূহ গড়ে চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ বরাদ্দ পেয়ে থাকে; জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য বরাদ্দ গড়ে প্রায় তিন লক্ষ ২০ হাজার টাকা - তথ্যদাতাদের মতে, বরাদ্দ প্রয়োজন চার লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
  - সর্বশেষ চার অর্থবছরে দেশি-বিদেশী পুস্তক ও সাময়িকী ক্রয়ে গড়ে মাত্র সাত শতাংশ বরাদ্দ প্রদান (পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রদেশভেদে এই বরাদ্দের পরিমাণ ১১-১৫ শতাংশ পর্যন্ত)
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ও প্রচারণায় বরাদ্দ
  - জেলা গণগ্রন্থাগারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে বরাদ্দ মোট ৫০ হাজার টাকা; সকল দিবস উদযাপন এবং মানসম্মত পুরস্কার প্রদান সম্ভব হয় না
  - কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য গড়ে বাজেট বরাদ্দ ১০ হাজার টাকা; পাঠকের জন্য বরাদ্দকৃত কম্পিউটার বেশিরভাগ সময় নষ্ট থাকে
  - অন্যান্য মনিহারি সামগ্রী বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২০ হাজার টাকা যা দিয়ে সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ কষ্টসাধ্য
- বিভিন্ন ভাতা (পরিদর্শন, প্রশিক্ষণে আবাসন, পোশাক ভাতা ইত্যাদি) বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়
- বাজেটে ইন্টারনেটের বিলের জন্য পৃথক বরাদ্দ নেই; টেলিফোন বিলের বাজেট হতে ইন্টানেটের বিল প্রাদান
- অনেক ক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: ডিজিটাইজেশন

- **ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে**
  - ডিজিটাল সংগ্রহ, ডিজিটাল সংগ্রহের সংগঠন, এক্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপনে ধীরগতি ও ঘাটতি
  - গণগ্রন্থাগারসমূহে সংগৃহীত বই ও পান্ডুলিপি স্ক্যান করে ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরে ঘাটতি
- **গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ (OPAC) ও সমন্বিত গ্রন্থ তালিকা নেই -** পাঠকের প্রয়োজনীয় বই ও সাময়িকী সম্পর্কে তথ্য পেতে ও প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পেতে দীর্ঘ সময়
- **বই ধার প্রদান ও ফেরত গ্রহণে সনাতনি ব্যবস্থা (রেজিস্ট্রার খাতা) -** সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা
- **নিবন্ধিত পাঠকদের তথ্যভাণ্ডার নেই -** পাঠকরা অন্যান্য সরকারি গণগ্রন্থাগার থেকে বই ধার সেবা হতে বঞ্চিত
- **ইন্টারনেট সেবা প্রদানে দুর্বলতা -** সকল পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ঘাটতিতে পাঠক সেবা প্রদান ব্যাহত

স্বচ্ছতা

- **স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতি নেই; তথ্য কমিশন প্রণীত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকার আলোকে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা হয় না**
- **নাগরিক সনদ -** গবেষণাভুক্ত বেশিরভাগ গণগ্রন্থাগারে (১৬টিতে) নাগরিক সনদ থাকলেও এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে রাখা হয়নি; কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সনদের তথ্য হালনাগাদ নয়
- **তথ্যবোর্ড -** অধিকাংশ গণগ্রন্থাগারে (১৭টিতে) তথ্য বোর্ড নেই
- **তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক -** গবেষণাভুক্ত গণগ্রন্থাগারসমূহের কোনোটিতেই পৃথক তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক নেই
- **দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা -** অধিকাংশ ক্ষেত্রে (১৬টি) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও যোগাযোগের ঠিকানা প্রদর্শিত নেই
- **গণগ্রন্থাগার আধিদপ্তর ও তার নিয়ন্ত্রাণাধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা গণগ্রন্থাগারসমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও তা তথ্যবহুল নয়, অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায় না এবং অধিকাংশ লিংক অকার্যকর**
- **ওয়েবসাইটে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য নেই (সংগৃহীত ও নতুন সংযোজিত বইয়ের তালিকা, বাজেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্প ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য) এবং প্রদত্ত তথ্য হালনাগাদ নয়**

জবাবদিহিতা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকি

- **পরিদর্শন নীতিমালা না থাকায় জেলা ও উপজেলা গণগ্রন্থাগারসমূহ কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি**
- বিভাগীয় পরিচালক/উপ-পরিচালক কর্তৃক জেলা ও উপজেলা গণগ্রন্থাগার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমতির বাধ্যবাধকতা; অনেক ক্ষেত্রে অনুমতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতায় পরিদর্শন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত
- **বিভাগীয় পরিচালক/উপ-পরিচালক কর্তৃক অধস্তন গণগ্রন্থাগার পরিদর্শন না করলেও এর জন্য জবাবদিহি নেই**
- গণগ্রন্থাগারে নিয়মিত স্টক চেকিং (সংগৃহীত পাঠ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব নিকাশ বিশেষ করে হারানো, নষ্ট হয়ে যাওয়া ও ইস্যুকৃত বই ফেরত না পাওয়া) কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ঘাটতি
- **বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম তদারকি হয় না** - কর্মকর্তাদের দেরি করে আসা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার অভিযোগ
- অধস্তন কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলা (অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থলে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত, পাঠকসেবা প্রদানে অবহেলা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য ইত্যাদি) সংক্রান্ত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না

জবাবদিহিতা...

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও গণশুনানি

- অনলাইন ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ/দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও তা কার্যকর নয়
- অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকায় অধিকাংশ সেবাগ্রহীতা অভিযোগ করে না
- **গবেষণাভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থাগারে (২০টির মধ্যে ১৮টি) অভিযোগ বাক্স ছিল না-** যে দুইটি কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স ছিল সেখানে কোনো অভিযোগ জমা হয় নি
- গণগ্রন্থাগারে প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত হয় না; বর্তমানে এটি চার মাস অন্তর করা হয়েছে

নিরীক্ষা

- বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষা নিয়মিত হয় না, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব, প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি
  - অধিদপ্তর ও ২টি বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিএজি কর্তৃক সম্পন্নকৃত নিরীক্ষায় মোট ৭টি বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত; নিরীক্ষা আপত্তিতে মোট টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা
  - নিরীক্ষা আপত্তির ধরনের মধ্যে ছিল এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়, কর্মকর্তাদের ভ্রমণ বিল সংক্রান্ত, উপ-পরিচালকের সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তি, খরচের হিসাবে তারতম্য ইত্যাদি

জবাবদিহিতা...

প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি

- প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ তদারকির ঘাটতিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করতে পারে না
  - 'ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরি উন্নয়ন' প্রকল্প জুন ২০১৬ সালে সমাপ্তির কথা থাকলেও চতুর্থবারের মতো সময় বৃদ্ধি করেও বর্ধিত সময়ের মধ্যে (জুন ২০১৯) প্রকল্পটি শেষ করতে পারে নি
  - 'অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' প্রকল্প নভেম্বর ২০১৯ সালে সমাপ্তির কথা থাকলেও অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প চলমান
  - 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপন' প্রকল্প জুন ২০২১ সালে সমাপ্তির কথা থাকলেও অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ২৫ শতাংশ

পাঠক সেবায় কার্যকরতা

- পাঠক চাহিদা অনুযায়ী পাঠসামগ্রী যোগান - গবেষণায় অধিকাংশ পাঠকের তাদের চাহিদা অনুযায়ী বই ও সাময়িকী না পাওয়ার অভিযোগ
- সংগৃহীত বইয়ের ব্যবস্থাপনা - কর্মীদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে গ্রন্থাগারে বই সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো (সংযোজন, সূচিকরণ ও শ্রেণিকরণ, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থতালিকা) অনুসরণ করা হয় না, এতে পাঠকদের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে না পাওয়ার অভিযোগ
- মানহীন পাঠসামগ্রী - গণগ্রন্থাগারসমূহের সংগৃহীত অর্ধেকের বেশি বই মানহীন বলে পাঠকদের অভিযোগ রয়েছে; এসব বই পাঠে পাঠকেরা আগ্রহী নয়
- পাঠকক্ষের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার - গণগ্রন্থাগারসমূহে বসার সুষম ব্যবস্থা না থাকা ও স্থান স্বল্পতায় চাকরিপ্রত্যাশী পাঠকের চাপে অন্যান্য পাঠকেরা গণগ্রন্থাগার সেবা থেকে বঞ্চিত
- তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল সেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি
- দক্ষতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় জনবলের (গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার, রিডিং হল সহকারী) ঘাটতি
- গণগ্রন্থাগারের কর্মীদের একাংশের সেবা প্রদানে আন্তরিকতার অভাব

অনিয়ম-দুর্নীতি

নিয়োগ

➢ অধিদপ্তরাধীন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

- টেকনিক্যাল পদে পছন্দের লোক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা শিথিল করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান
  - তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগে এক-তিন লক্ষ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  - আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ইলেকট্রিশিয়ান ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগে নিয়মবর্হিভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

পদায়ন-বদলি

➢ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ

- প্রকল্প পরিচালক পদায়ন ও সুবিধাজনক স্থানে বদলির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ
- অধিদপ্তরে বিশেষ কয়েকটি পদে নিয়মবর্হিভূত অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকায় দীর্ঘদিন সংযুক্তি পদায়ন থাকা (২০ বছরের অধিক অধিদপ্তরে সংযুক্তি)
- নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে উক্ত পদগুলোতে পদায়ন নেওয়া, ঢাকার বাইরে বদলি করলেও প্রভাব খাটিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবার অধিদপ্তরে সংযুক্তি পদায়ন নেওয়ার অভিযোগ

অনিয়ম-দুর্নীতি...

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

- প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা না করে সুনজরে থাকা কর্মীদের প্রশিক্ষণে প্রাধান্য প্রদান (অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে সহকারী পরিচালক থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রাধান্য)
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের আধিক্য
- প্রশিক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের জন্য একই সময়ে একই অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একই স্থানে একাধিক প্রশিক্ষণ আয়োজন

ক্রয় প্রক্রিয়া

- **বই-সাময়িকী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা ও উপযোগিতা বিবেচনা না করে বেশি কমিশনের আশায় নিম্নমানের বই-সাময়িকী ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা** - অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও তাদের পছন্দের লেখকদের লেখা বই চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর ক্রয় তালিকায় রাখার অভিযোগ
- বই ও সাময়িকী ক্রয়ে পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ প্রদান এবং কমিটির কিছু সদস্যের ১০-১২ শতাংশ কমিশন আদায়ের অভিযোগ

অনিয়ম-দুর্নীতি...

ক্রয় প্রক্রিয়া...

- বই-সাময়িকী ক্রয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২.৩১ কোটি টাকা এবং এর ওপর ১০% কমিশন আদায় হিসেবে প্রাক্কলিত কমিশন আদায়ের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ২৩.১ লক্ষ টাকা
- **দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নির্বাচনে সমঝোতামূলক দুর্নীতি -** অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের একাংশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
- সমঝোতামূলক দুর্নীতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষ কার্যাদেশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করা ও নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ
- অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক তৈরি করে দেওয়া ও বিল পাওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায়ের অভিযোগ
- ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে কাজ না করে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ
- স্থানীয় পর্যায়ের যে কোনো ক্রয়ের বিল ছাড়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে তিন-পাঁচ শতাংশ ঘুষ আদায়

অনিয়ম-দুর্নীতি...

প্রকল্প বাস্তবায়ন

- প্রকল্প পরিচালকের যথাযথ তদারকির অভাবে প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে না পারা ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি (৬টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরি উন্নয়ন প্রকল্প)
- অনিয়মের মাধ্যমে অযোগ্য লোককে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগের অভিযোগ
- প্রকল্প প্রস্তাবে (প্রস্তাবিত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প) অতিরিক্ত ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় ধরা
  - ঢাকায় দুটি (১০ তলা আবাসিক ও ১২ তলা অনাবাসিক) ভবন নির্মাণে ৬৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ
  - বহুতল ভবণ নির্মাণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ৩০ জন কর্মকর্তার বিদেশ সফরে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ
  - ভবন নির্মাণে বিদেশি পরামর্শক নিয়োগে বিবিধ ব্যয়সহ ২৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
  - কোন ব্যাখ্যা প্রদান না করে প্রকল্প প্রস্তাবে অপ্রত্যাশিত খাতে ১১ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা

অনিয়ম-দুর্নীতি...

অন্যান্য

- ‘অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন’ প্রকল্পের অর্থায়নে রচনা প্রতিযোগিতার জন্য জেলা গণগ্রন্থাগারের বরাদ্দকৃত পুরস্কার প্রদানের অর্থ হতে উপজেলা প্রতি ৫০০ টাকা হারে অবৈধভাবে (বিকাশ এ্যাকাউন্টে) অধিদপ্তরের (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট) নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রদানে বাধ্য করা
- গণগ্রন্থাগারের ব্যবহার্য বিভিন্ন দামি জিনিস ও বিবিধ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় না করে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজসে তা আত্মসাতের অভিযোগ
- বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ি ঢাকায় এনে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং চালক ও জ্বালানি খরচ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারকে প্রদানে বাধ্য করার অভিযোগ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গণগ্রন্থাগারসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ঘাটতি
- সরকারের শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় গণগ্রন্থাগারকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি
- গণগ্রন্থাগারসমূহকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠক পর্যায়ে কার্যকর সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগে ঘাটতি
- নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, কার্যকর তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতিতে কর্মীদের একাংশ অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত
- সার্বিকভাবে সুশাসনের ঘাটতির কারণে সাধারণ জনগণের কাছে সহজে ও সুলভে শিক্ষা ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াার মত সম্ভাবনাময় একটি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না, কার্যকর পাঠক সেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত

সুপারিশ

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ২০০১ এর আলোকে গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে

২. নীতিমালাসমূহ সময়োপযোগী সংস্কার করে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সকল নীতিমালার সমন্বয়ে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

৩. শূন্যপদগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে

৪. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এবং নিজস্ব আধুনিক অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

৫. গণগ্রন্থাগারসমূহকে যুগোপযোগী করে ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত করতে হবে। সকল গণগ্রন্থাগারে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে

৬. পাঠকের চাহিদা সংগ্রহ করার কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাঠসামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের ক্রয় আইন ও নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে

সুপারিশ...

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত

৭. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন করতে হবে

৮. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে, আকস্মিক পরিদর্শন ও ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে নিয়মিত সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে

৯. অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত প্রচারণা করতে হবে ও নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

দুর্নীতি সংক্রান্ত

১০. অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা আমলে নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ